12 APR 2017

প্রথম আলো

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা কমিটি

নয় বছর পর নির্বাচন ৯ পদে ৪২ প্রার্থী

মোশতাক আহমেদ ●

কখনো মামলা, কখনো অস্থায়ী (অ্যাডহক) কমিটি, আবার কখনো বিশেষ কমিটি—এভাবে প্রায় নয় বছর আটকে রাখা হয়েছিল ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালনা কমিটির নির্বাচন। সব বাধা পেরিয়ে ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারী শিক্ষার অন্যতম এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির নির্বাচন।

এই নির্বাচন ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক রাজনীতি। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানটির আশপাশ। প্রার্থীরা ছুটছেন অভিভাবকদের কাছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেইলি রোডে প্রতিষ্ঠানটির মূল ক্যাম্পাসের সামনে গিয়ে দেখা গেল, কয়েকজন অভিভাবক সন্তানদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন। আর প্রার্থীরা অভিভাবকদের কাছে ভোট চাইছেন। মো. সোহেল নামের এক প্রার্থী বললেন, তিনি অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য পদে লড়ছেন। তাঁর দাবি, প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অনেক সমস্যা। সেটা সমাধান করতে চান তিনি। সে জন্য নির্বাচন করছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ কার্যালয় সূত্রে জানা গেল, অভিভাবক ও শিক্ষক প্রতিনিধি মিলিয়ে মোট নয়টি পদের জন্য ৪২ প্রার্থী প্রতিযোগিতা করছেন। এর মধ্যে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন ছয়জন, যাঁদের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে দুজন, মাধ্যমিক স্তরে দুজন, একজন প্রাথমিক স্তরে ও একজন সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য। আর শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তিনজন। এর মধ্যে একজন কলেজ স্তরে, একজন বিদ্যালয় স্তরে এবং একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য। নিয়মানুযায়ী ১১ সদস্যের পরিচালনা কমিটি হবে। এর মধ্যে অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে সদস্যসচিব এবং আরেকজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য থাকেন। নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্য ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি হবেন।

সরেজমিনে জানা গেল, মূলত অভিভাবক প্রতিনিধি পদের প্রার্থীরাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অভিভাবকদের বাড়িঘর সরগরম করে তুলেছেন। বেইলি রোডের প্রায় পুরো এলাকার ভবনগুলোর দেয়ালে দেয়ালে এখন রংবেরঙের পোস্টার। কোনো কোনো প্রার্থী সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকেও প্রচারণা চালাচ্ছেন। দীর্ঘদিন পর নির্বাচন হওয়ায় অভিভাবকদের মধ্যেও এ নিয়ে আলোচনা বেশ। কলেজের সামনে কথা হয় আঁখি আক্তার নামের এক অভিভাবকের সঙ্গে। তাঁর সন্তান প্রাথমিকে পড়ে। তিনি বললেন, 'সব প্রার্থীই নিজেদের ভালো ভালো কথাগুলো বলছেন। দেখা যাক কী হয়।'

২২ এপ্রিল বেইলি রোডের মূল ক্যাম্পাসে ভোট গ্রহণ হবে। এ নিয়ে বসুন্ধরা, ধানমন্ডি ও আজিমপুর শাখার অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা চাইছেন, নিজ নিজ শাখায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করে ভোট গ্রহণ করা হোক।

সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০০৮ সালে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোছা. সুফিয়া খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রায় নয় বছর পর নির্বাচন হওয়ায় সবার মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

অভিভাবক প্রতিনিধি প্রার্থী যাঁরা : উচ্চমাধ্যমিক বা কলেজ স্তরে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিযোগিতা করছেন সাতজন। তাঁরা হলেন আফরোজা আলিম, রাজু আলীম, মো. ইউনুছ আলী আকন্দ, আতাউর রহমান, এনায়েত করিম, মোশারফ হোসেন ও সাবিনা চৌধুরী।

মাধ্যমিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নয় অভিভাবক প্রতিনিধি প্রার্থী হলেন আনোয়ার কবির ভূঁইয়া, এ বি এম মনিরুজ্জামান, জাফর আহমেদ ভূঁইয়া, মুজিবুর রহমান হাওলাদার, মারুফ আহমেদ মনসুর, ফয়সাল বাবুল, সহিদুল ইসলাম জমাদার, হেলাল উদ্দিন ও সিদ্দিকী নাছির উদ্দিন।

প্রাথমিক স্তরে লড়াইয়ে অংশ নেওয়া ১০ জন হলেন আতিকুর রহমান দর্জী, আনিসুর রহমান, গাজী কাউসার আহমেদ, খাজা সলিম উল্লাহ, মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মীর মো. শাহাবুদ্দিন, তাওহীদুল হক, মো. শাহ আলম, মো. সোহেল ও সুজাউদ্দিন আহমেদ।

সংরক্ষিত নারী অভিভাবক সদস্য হিসেবে প্রতিযোগিতা করা চারজন হলেন রানী পারভীন, কামরুন্নাহার খানম, তিন্না খুরশীদ জাহান ও মুর্শিদা আখতার। আর শিক্ষক প্রতিনিধি প্রার্থী হিসেবে কলেজ স্তরে দুজন, বিদ্যালয় স্তরে ছয়জন ও সংরক্ষিত নারী শিক্ষক প্রতিনিধি পদে লড়ছেন চারজন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.সি বিভাগ	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর